গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(শরণার্থী বিষয়ক সেল)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

একনজরে বাংলাদেশে আগত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের বিবরণ

(০৫.০৮.২০২০ তারিখ পর্যন্ত)

তারিখ: ০৫.০৮.২০২০খ্রি.

ক্রমিক	বিষয়/কার্যক্রম	বিবরণ/বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১.	আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা	৮,১৯,৭৮৭ জন ১,৭৯,৫৯০ পরিবার (যৌথ রেজিস্ট্রেশন) ৭,৪১,৮৪১ জন (২৫ আগস্ট ২০১৭ এর পর) ১১,১৮,৫৭৬ জন (ডিআইপি) ৯,১৪,৯৯৮ (ইউএনএইচসিআর পপুলেশন ফ্যাক্টশীট)	২৫ আগষ্ট, ২০১৭ খ্রি. তারিখের পর হতে ২৮/০৫/২০২০ পর্যন্ত আনুমানিক ৭ লক্ষ ৪১ হাজার ৮ শত ৪১ জন আশ্রয়প্রার্থী প্রবেশ করেছে।
২.	আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিবছরে নতুন জন্ম নেয়া শিশুর হার	• ৩০,৪৩৮ (ইউএনএইচসিআর এর পপুলেশন সীট) • ৩০,০০০ (হেলথ সেক্টর)	ইউএনএইচসিআর এর পপুলেশন সীট ও হেলথ সেক্টর হতে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী।
৩.	আশ্রয়প্রার্থী এতিম শিশুর সংখ্যা	৩৯,৮৪১ জন (ছেলে-১৯,০৫৯ ও মেয়ে-২০,৭৮২) ৮,৩৯১ জনের বাবা-মা কেউ নেই	সমাজ সেবা অধিদপ্তর জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এতিম শিশুদের তত্বাবধান ও সুরক্ষার জন্য সমাজ সেবা অধিদপ্তর ও ইউনিসেফ এর যৌথ উদ্যেগে এতিম শিশুদের লালন-পালনকারী পরিবারকে নগদ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম ১০/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে শুরু হয়েছে।
৪.	প্রতিবছরে গর্ভবতী নারীর সংখ্যা	• ৩৫,০০৪ জন (ইউএনএইচসিআর এর পপুলেশন সীট) • ৩৫,০০০ (হেলথ সেক্টর)	ইউএনএফপিএ-এর সহযোগিতায় পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ বিভিন্ন এনজিও'র মাধ্যমে এবছরের শুরুর দিকে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইউএনএইচসিআর এর পপুলেশন সীট ও হেলথ সেক্টর হতে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী।
৫.	সবকটি নতুন ক্যাম্পে ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ	৬,৫০০ একর	সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মাসে ২,০০০ একর ভূমিতে আশ্রয় শিবির নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকার আওতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ প্রাথমিকভাবে বরাদ্দকৃত ২,০০০ একরের স্থলে ৩,৫০০ একরে পুন:নির্ধারণ করা হয়। পরে ভূমিধস ও বন্যার ঝুঁকিতে থাকা রোহিঙ্গাদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য আরও ৫০০ একর

			ভূমি বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া, উখিয়া উপজেলার হাকিমপাড়া, জামতলী, পুটিবুনিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার চাকমারকুল, উনচিপ্রাং, শামলাপুর, লেদা, আলীখালী, জাদীমুরা এবং নয়াপাড়া সম্প্রসারিত এলাকা ক্যাম্পের আওতায় আনা হয়েছে। নতুন ক্যাম্পসমূহে ব্যবহৃত মোট ভূমির পরিমাণ প্রায় ৬,৫০০ একর।
৬.	আশ্রয় গ্রহণকারী-দের আবাসস্থলে ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা	৩৪টি	প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকাকে ২২টি ক্যাম্পে বিভক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, উখিয়ার হাকিমপাড়া, জামতলী ও পুটিবুনিয়া এবং টেকনাফের কেরনতলী, উনছিপ্রাং, আলীখালী, লেদা, জাদিমুরা, নয়াপাড়া শালবন ও শামলাপুরকেও পৃথক পৃথক ক্যাম্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে নতুন ক্যাম্পের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪। ক্যাম্পসমূহে ক্যাম্প ব্যবস্থাপনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদায়িত কর্মকর্তাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
৭.	সিআইসি অফিস স্থাপন কার্যক্রম	২৮টি	ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে ব্রাক কর্তৃক ২৮টি সিআইসি অফিস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
৮.	অস্থায়ী শেল্টার নির্মাণ	২,০৫,৯৫৮ ঘর	প্রাথমিকভাবে ৮৪ হাজার অস্থায়ী ঘর তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা ছিল। পরবর্তীতে আশ্রয়প্রার্থীদের আগমন অব্যাহত থাকায় এবং ইতোমধ্যে নতুন করে প্রবেশকৃত আশ্রয়প্রার্থী পরিবারের সংখ্যা ২ লক্ষাধিক হওয়ায় বর্তমানে শেল্টার সংখ্যা ২,১২,৬০৭টিতে উন্নীত হয়েছে।
	মধ্যমেয়াদী শেল্টার	৬,৬৪৯	
৯.	আশ্রয়প্রার্থীদের খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ত্রাণ সহায়তা প্রদান (এপ্রিল,২০২০)	**বিশ্বখাদ্য সংস্থা** ৮,৫৮,৪০১ (জেনারেল ফুড ডিস্ট্রিবিউশন ১,৭৩,৮৪০ ই-ভাউচার ৬,৮৪,৫৬১) **আইসিআরসি** ৪৪,০৭০ জন	(ক) জেনারেল ফুড ডিস্ট্রিবিউশানের আওতায় বর্তমানে বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী কর্তৃক ১-৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল, ৯ কেজি ডাল ও ৩ লিটার ভোজ্য তেল(১৬,৯৭৮পরিবার), ৪-৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য প্রতি মাসে ৬০ কেজি চাল, ১৮ কেজি ডাল ও ৬ লিটার ভোজ্য তেল(২০,৪২৩পরিবার) এবং ৮-১০ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য প্রতি মাসে ৯০ কেজি চাল, ২৭ কেজি ডাল এবং ৯ লিটার ভোজ্য তেল(৩,৯১৮ পরিবার) এবং ১১+ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য প্রতি মাসে ১২০ কেজি চাল, ৩৬ কেজি ডাল ও ১২ লিটার ভোজ্য তেল সরবরাহ করা হচ্ছে। (খ) ই-ভাউচার স্কীমের আওতায় সুবিধাভোগিরা ১৬ টি নির্দিষ্ট দোকান হতে ১০ টি আইটেম হতে পছন্দ মাফিক খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে জনপ্রতি দৈনিক ২১০০ কিলোক্যালরীর সমপরিমাণ হিসেবে প্রতিজনের জন্য মাসিক ৯৭৬.০৫ টাকা হারে বরাদ্দ করা হয়।

			(গ) আইসিআরসি ক্যাম্প-২১ এবং ক্যাম্প-২২ এ ৮,৬১৪ পরিবারে ৪৪,০৭০ জনকে খাদ্য সরবরাহ করে। ১-২ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য প্রতি মাসে ২৫ কেজি চাল, ৪ কেজি ডাল, ২.৫ কেজি ছোলা, ২ কেজি চিনি, ০.৫ কেজি লবন ও ৩ লিটার ভোজ্য তেল, ৩-৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য প্রতি মাসে ৫০ কেজি চাল, ০৮ কেজি ডাল, ৫ কেজি ছোলা, ৪ কেজি চিনি, ৬ লিটার ভোজ্য তেল ও ১ কেজি লবন এবং ৮ এবং ৮+ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য প্রতি মাসে ১০০ কেজি চাল, ১৬ কেজি ডাল, ১০ কেজি ছোলা, ৮ কেজি চিনি, ২ কেজি লবন এবং ১২ লিটার ভোজ্য তেল সরবরাহ করা হচ্ছে।
১০.	ক্যাম্প এলাকায় নলকূপ স্থাপন	৮,৯২৫টি	(ক) সবগুলো ক্যাম্পে এ পর্যন্ত ৬,০০৭টি অগভীর নলকূপ, ৩,৬৩২টি গভীর নলকূপ ও ১১টি কুয়া স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৪৬টি অগভীর নলকূপ ইতোমধ্যে অকেজো (Decommissioming) করা হয়েছে। বর্তমানে কোন অগভীর নলকূপ স্থাপন করতে দেয়া হচ্ছে না। (খ) উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকার ১২ নং ক্যাম্পে জাইকা ও আইওএম যৌথ উদ্যেগে ৩০,০০০ লোকের জন্য পানি সরবরাহের উপযোগি ১,৪০০ ফুট গভীরতাসম্পন্ন একটি বৃহৎ নলকূপ স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।
১১.	ক্যাম্প এলাকায় ল্যাট্রিন স্থাপন	৫৭,৩৬৩টি	(ক) প্রথম দিকে স্থাপিত ল্যাট্রিনের মধ্যে ৮,৬৯৪টি ইতোমধ্যে অকেজো (Decommissioming) করা হয়েছে। অকেজো করা ল্যাট্রিন প্রতিস্থাপনসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন ল্যাট্রিন স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন আছে। ইতোমধ্যে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় ইউনিসেফের সহায়তায় এএফডির মাধ্যমে ১১,৫০০ ল্যাট্রিন নির্মিত হয়েছে। (খ) ল্যাট্রিনসমূহের ব্যবহারযোগ্যতা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারে পয়:ব্যবস্থাপনার Fecal Sludge Management উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কুতুপালংস্থ ক্যাম্প-৪(এক্স)-এ ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে Oxfam ১,৫০,০০০ লোকের বর্জ ব্যবস্থাপনায় সক্ষম একটি Fecal Sludge Treatment (FST) স্থাপন করা হয়েছে।
১২.	ক্যাম্প এলাকায় গোসলখানা স্থাপন	১৮,৫২২টি	ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত ১৮,৫২২টি গোসলখানা স্থাপন করা হয়েছে।
১৩.	ক্যাম্প এলাকায় সংযোগ সড়ক নির্মাণ	৩৪.৬ কি.মি.	(ক) এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ১২.৩৩ কি.মি. দৈর্ঘের ১৪টি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (খ) ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে এএফডি কর্তৃক নির্মাণাধীন ১০.০০ কি.মি. দীর্ঘ মূল সড়কের কাজ শেষ হয়েছে। আইওএম ও ইউএনএইচসিআর এর

			সহায়তায় ৩টি বক্স কালভার্ট ও ৯টি পাইপ কালভার্টও ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে। (গ) আইওএম কর্তৃক ৫টি এক্সেস রোডে ৬.৪ কি.মি.এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৪.	স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা	**ক)** ১,৩৫,৫১৯ (১ম রাউন্ড) ও ৩,৫৪,৯৮২ (২য় রাউন্ড) জনকে এমআর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। **খ)** ৭২,৩৩৪ (১ম রাউন্ড) ও ২,৩৬,৬৯৬ (২য় রাউন্ড) জনকে ওপিভি দেয়া হয়েছে। **গ)** ২,২৫,৪৪৬ জনকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল দেয়া হয়েছে। **ঘ)** ৪৫,৫৬,০২৪ জন রোগীকে বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। **ঙ)** প্রথম দফায় ৭০০,৪৮৭ জন এবং ২য় দফায় ১,৯৯,৪৭২ জন এবং পরবর্তীতে আরো ৮,৭৯,২৭৩ জনকে কলেরা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। **চ)** ৩,১৫,৮৮৯ (১ম রাইন্ড), ৩,৬৩,৯৮৭ (২য় রাউন্ড) ও ৪,২৩,৫৬৩ (৩য় রাউন্ড) জনকে ডিপথেরিয়া ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ছ) হেলথ পোস্ট-১০৪, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র-৩৫, ফিল্ড হসপিটাল-৫, ডিটিসি-৫, কোভিড-১৯ হসপিটাল-১২।	(ক) ক্যাম্প এলাকাসহ সংলগ্ন স্থানে মোট ৩৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র এবং ৫টি ফিল্ড হাসপাতাল ৮ ঘন্টা সেবা প্রদান করছে। তন্মধ্যে ৩১টি হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্র ২৪ ঘণ্টা সেবা প্রদান করছে। (খ) হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে সর্বমোট ৯৬৩টি নতুন আইপিডি শয্যা চালু করা হয়েছে। (গ) কক্সবাজার সদর হাসপতাল ও উপজেলা হাসপাতালসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। (ঘ) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ১২টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে। (ঙ) এমএসএফ ও আরএইচইউ পরিচালিত বিদ্যমান স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের সক্ষমতা (৩৫ শয্যার কলেরা হাসপাতালসহ) বৃদ্ধি করা হয়েছে। (চ) সবক'টি ক্যাম্পে সরকারী-বেসরকারী মিলে মোট ১২৪টি সংস্থা বর্তমানে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে নিয়োজিত আছে। (ছ) Orbis International এর সহায়তায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের আই কেয়ার সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয় বায়তুশ শরফ চক্ষু হাসপাতাল এর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এর আওতায় ১,০০০ জনের ক্যাটার‍্যাক্ট আই সার্জারী সম্পাদন ও ৫,০০০ জনকে চশমা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তাছাড়া, পেডিয়াট্রিক অপথালমোলজি কর্মসূচীর অধীনে এ বছরে ৫০,০০০ শিশুকে স্ক্রিনিং করাসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদানের কার্যক্রমও চলমান আছে।
১৫.	ক্যাম্প এলাকায় খাল খনন	৩০ কি.মি	ইউএনএইচসিআর, আইওএম ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী যৌথভাবে কাম্প এলাকায় ও এর বাইরে ৩০ কি.মি. খাল খনন সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে ২০ কি.মি. ক্যাম্প এলাকায় ও ১০ কি.মি. ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায়।
১৬.	দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি	সম্ভাব্য ঘুর্ণিঝড়/সাইক্লোন, ভূমিধস ও পাহাড়ী ঢলের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাসরতদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর	(ক) ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে সম্ভাব্য ভূমিধস ও পাহাড়ী ঢলে আক্রান্ত হতে পারে এমন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। (খ) Cyclone Preparedness Programme

			(CPP)-কে আইওএম ও ইউএনএইচসিআরসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (গ) সম্ভাব্য ঘুর্ণিঝড় হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে নির্মিত অস্থায়ী শেল্টারসমূহকে মজবুত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ঝুর্কিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত মোট ১,৯০,৯২৬টি শেল্টারের জন্য মজবুতিকরণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। (ঘ) অদ্যাবধি পর্যন্ত ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৮ নং ক্যাম্প হতে **১১,০৯৭** পরিবারের মোট **৪৮,৬৪৬** জনকে সম্প্রসারণশীল ৪, ৫, ৬, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০ নং ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়েছে।
১৭.	বন্য হাতির আক্রমণ হতে সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ	বন্য হাতির একাধিক আক্রমণে ১২ জন রোহিঙ্গার প্রাণহানি	হাতির বিচরণ ও চলাচলের পথ সংকুচিত হয়ে পড়ায় উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত বন্য হাতির আক্রমণে ১২ জনের মৃত্যু ঘটে। ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে হাতির চলাচলের পথ নির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইউএনএইচসিআর এর আর্থিক সহায়তায় আইইউসিএন (International Union for Conservation of Nature) কাজ শুরু করেছে। তা'ছাড়া হাতির আক্রমণ ঠেকানোর জন্য ৫০টি ইআরটি (Elephant Response Team) গঠন করা হয়েছে।
১৮.	পরিবেশ ও বন রক্ষা	বিকল্প জ্বালানীর অভাবে বনভূমি উজাড় হওয়া	ইতোমধ্যে ১,৯২,৫৪৭ রোহিঙ্গা পরিবারকে এবং ২০,০৫৩ হোষ্ট কমিউনিটি পরিবারকে LPG (এলপিজি) সরবরাহ করা হয়েছে। ইউএনএইচসিআর, আইওএম ডাব্লিউএফপি, আইসিআরসি, আইএফআরসি, কারিতাস, এফএকিউ, এফআইভিডিবি এলপিজি সরবরাহ করছে। সরবরাহকৃত এলপিজি'র ২৫% হোষ্ট কমিউনিটিকে দেয়া হয়। বিভিন্ন এনজিও বৃক্ষরোপন কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্যাম্পসমূহে গত বর্ষা মৌসুমে সর্বমোট ২,০৪,৩০০টি বৃক্ষ রোপন করেছে। এ বছরের বর্ষা মৌসুমে ৫ লক্ষ্য বৃক্ষ রোপনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এ কার্যক্রম ২৬/০৬/২০১৯ তারিখে শুরু হয়েছে।
১৯.	শিক্ষা	অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাদান কার্যক্রম	আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের তথ্যানুসারে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ছেলে-মেয়ের শিক্ষা সহায়তা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ৫,৪৯৫ টি শিক্ষা কেন্দ্র (Functional) স্থাপন ও ৯,৭২৭ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৪ বছরের কম বয়সী ৪,৩১,৮১৮ জন (৩,১৪,৯২৬ জন শরণার্থী)

			বালক-বালিকাকে এসব শিক্ষা কেন্দ্রে মিয়ানমার ও ইংরেজী ভাষায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। ১,৫১৭টি শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য পরিচালনা কমিটি গঠন ও কার্যকর করা হয়েছে। এ পর্যন্ত শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মিলিয়ে ১,৭১,১০১ জনকে শিক্ষাসহায়ক কিট সরবরাহ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও শিক্ষাসহায়ক কিট সরবরাহ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
২০.	পুষ্টিমান উন্নয়ন	অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি রোধ কার্যক্রম	আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের তথ্যানুসারে বর্তমানে ৩,১৮,৭৭৮ জন রোহিঙ্গা অপুষ্টিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। এর মধ্যে ১,৪২,৮২৩ জনকে (৪৫%)পুষ্টিসেবা প্রদান করা হয়েছে। অপুষ্টিজনিত সমস্যায় আক্রান্তদের অধিকাংশই শিশু ও গর্ভবর্তী মহিলা। এ পর্যন্ত ১২,৬৬৮ জন শিশু ভর্তি হয়েছে পুষ্টিজনিত সমস্যা নিয়ে। অনূর্ধ্ব ৫ বছরের ১,৩৬,৮৮২ জন শিশুকে তীব্র অপুষ্টি রোধকল্পে ব্ল্যাংকেট সাপ্লিমেন্টারী ফিডিং প্রোগ্রামের আওতায় আনা হয়েছে। ১,৫৭,৯৫৭ জন শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে। গর্ভবর্তী ও প্রাপ্ত বয়স্ক মোট ৮৩,১৪৫ জন মহিলাকে পুষ্টিজনিত সেবা প্রদান করা হয়েছে।
২১.	প্রত্যাবাসন কার্যক্রম	প্রত্যাবাসন অবকাঠামো নির্মাণ	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার কেরণতলী ও বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমঘুমে দু'টি প্রত্যাবাসন কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আরো ২টি স্থানে প্রত্যাবাসন কাঠামো নির্মাণের প্রস্তুতি চলমান আছে।
২২.	আবর্জনা/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	• এফএসএম সাইট-৩৯৬টি • আবর্জনা ব্লক-২,৭৩২টি	Swedish Sida ও UNDP এর যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় নগর এলাকাসহ ক্যাম্পসমূহের ৫,০০,০০০ অধিবাসীকে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে রি-সাইক্লিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বিবেচনাধীন আছে।
২৩.	ক্যাম্প এলাকায় বিদ্যুতায়ন	২০কি.মি.	(ক) পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় প্রস্তাবিত ২০ কি.মি. লাইন নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, উল্লিখিত বিদ্যুৎ লাইন কেবল ক্যাম্প কার্যালয়সহ অন্যান্য প্রশাসনিক স্থাপনায় বিদ্যুৎ সংযোগের কাজে ব্যবহৃত হবে। (খ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এনজিওদের সহায়তায় সবক'টি ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত ৬,৬৮৬টি সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন করা হয়েছে। তা'ছাড়া, প্রায় সকল রোহিঙ্গা পরিবারকে ঘরে ব্যবহারের উপযোগি সোলার টর্চ লাইট সরবরাহ করা হয়েছে।
২৪.	বিশ্বব্যাংক এবং এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক এর প্রকল্প	এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বিশ্বব্যাংক রাস্তা, পানি নিষ্কাশন, নালা সাইক্লোন শেল্টার-কাম	বিশ্বব্যাংক ৪৮০ মিলিয়ন ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ২৪০ মিলিয়ন ইউএস ডলার অনুদানের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক কক্সবাজার-

		স্কুল, মাল্টিপারপাস সেন্টার ও ফুড ডিস্টিবিউশন সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।	টেকনাফ সড়ক উন্নয়ন, কক্সবাজার সদর হাসপাতাল উন্নয়ন, উখিয়া-টেকনাফে সাইক্লোন শেল্টার কাম স্কুল নির্মাণসহ রোহিঙ্গা ক্যাম্প অভ্যন্তরে যোগাযোগ, ড্রেন, গোসলখানা ও খাদ্য সরবরাহ কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে।
২৫.	কোভিড-১৯ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ	• এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে সর্বমোট-১০২১ জন • কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র পেয়েছে সর্বমোট -৯৮৩ জন • বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে আছেন -৩৮ জন • আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা -২৫ • সক্রিয় পিসিআর মেশিন – ০২টি • অ্যাম্বুলেন্স -০৯ টি • রোগী পরিবহনের জন্য সাধারণ গাড়ী - ০৫ টি	**গৃহীত পদক্ষেপ :** ০১. পরিকল্পিত সারি (SARI) সুবিধা-১২ টি সক্রিয় সারি (SARI) সুবিধা-০৪ টি পরিকল্পিত সারি (SARI) আইসিটি বেড-১০৮০টি সক্রিয় সারি (SARI) আইসিটি বেড-৩১৪ টি (উখিয়া-১৯৪, টেকনাফ-১২০) ০২. পরিকল্পিত আইসোলেশন সুবিধা -১০টি সক্রিয় আইসোলেশন সুবিধা -০৯ টি পরিকল্পিত আইসোলেশন বেড-৪০০ টি ০৩. নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্র-২১ টি ০৪. ২৩২ জন ডাক্তার ও ২০৭৩ জন সেবাকর্মী ১১৬ টি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান করছে। ২৮০ জন ডাক্তার ও নার্সকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ০৫. একটি নতুন পিসিআর মেশিন চালু করা হয়েছে। কক্সবাজার সদর হাসপাতালে স্থাপিত IEDCR ল্যাবে পিসিআর পরীক্ষার জন্য একজন টেকিনিশিয়ান নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উক্ত ল্যাবে ডব্লিউএইচও কর্তৃক ১২০০ টেস্টিং কিট ও ২০১৭৫ টি পিপিই সরবরাহ করা হয়েছে।